চিত্রকলা

দুঃখ-সুখের জলছবি

কাগজে ও ক্যানভাসে সরাসরি টিউব থেকে রং লাগিয়ে সুখ ও দুঃখের মাঝামাঝি পর্যায়ের ভাবাবেগকে জলরঙে প্রকাশ করেছেন শিল্পী চন্দনা হোড়। শিল্পীর রঙের ব্যবহারে ফুটে উঠেছে নিজেকে প্রকৃতিতে একাত্ম করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

গ্যালারি 'আকার প্রকার'-এর এই প্রদর্শনীতে সাজানো চন্দনা হোড়ের ছবিগুলি স্পষ্টতই একাকিত্বের অনুভূতির ছবি। অনিবার্য বাস্তবের জীবনচক্রকে স্বীকার করার পরেও বাকি থেকে যায় কিছু মধুর স্মৃতি। চন্দনা হোড়ের ছবির চরিত্রেরা যেন হাতড়ে বেড়ায় সেই স্মৃতির সিন্দুক। একই সঙ্গে চিত্রপটের পুরু রঙের আস্তরের উপর গভীর ভাবে আঁচড় কেটে চন্দনা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বেদনা ভারাক্রান্ত বর্ণমালা।

দুঃখ-সুখের ভাবপ্রকাশের এই সূত্র নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ। যে শৈলী, যে লেখনী একই সঙ্গে শিল্পীর মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ভালবাসার দিকে ইঙ্গিত করে এবং পাশাপাশি ব্যথা-বেদনার সাথে লড়াইয়ের ক্ষতকেও মূর্ত করে তোলে। শিল্পী সোমনাথ হোড়ের তনয়া চন্দনার চিত্রপটে বারবার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে মৃত্যুচেতনার সঙ্গে নিবিড় বোঝাপড়ার এই প্রসঙ্গটি, যেখান থেকে উঠে আসে সৃষ্টির দুরন্ত প্রেরণা, যে প্রেরণা আবহমান কাল ধরে সব শোককে হার মানিয়ে এসেছে। *— সুমনা বিশ্বাস*

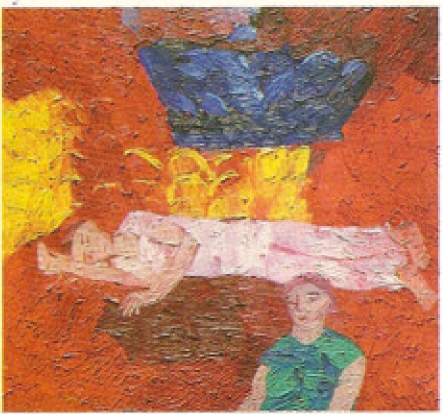

চেতনার রং: চন্দনা হোড়ের ছবি